

জাতীয়

আজ বিশ্ব শিক্ষক দিবসে ১০০ গুণী শিক্ষককে সম্মাননা দেবেন প্রধানমন্ত্রী

প্রতিবেদক: alamin dhakaprobe

প্রকাশের তারিখ: সোমবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৬, ০৮:৪২ AM



আজ ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হচ্ছে। এবার প্রথমবারের মতো জাতীয় পর্যায়ে ১০০ জন গুণী শিক্ষককে সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নির্বাচিত শিক্ষকদের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেবেন।

দিবসটি উপলক্ষে আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ‘গুণী শিক্ষক সম্মাননা’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত কেন্দ্রীয় এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

অনুষ্ঠানে নির্বাচিত শিক্ষকদের প্রত্যেককে নগদ দুই লাখ টাকা, ক্রেস্ট ও সম্মাননা সনদ দেওয়া হবে।

এবারই প্রথম প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের ১০০ শিক্ষককে জাতীয় পর্যায়ে ‘গুণী শিক্ষক সম্মাননা’ দেওয়া হচ্ছে। এর আগে জাতীয় পর্যায়ে ১২ জন শিক্ষককে এ সম্মাননা দেওয়া হতো। এবার সেই সংখ্যা বাড়িয়ে ১০০ করা হয়েছে।

শিক্ষকদের অবদান স্মরণ এবং তাঁদের যথাযথ সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়াই বিশ্ব শিক্ষক দিবসের মূল লক্ষ্য। ইউনেস্কোর উদ্যোগে ১৯৯৪ সাল থেকে প্রতিবছর ৫ অক্টোবর দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

এ বছরের বিশ্ব শিক্ষক দিবসের প্রতিপাদ্য, “শিক্ষকদের পাশে দাঁড়ানো: পেশা সুরক্ষার ৬০ বছর, মর্যাদা উন্নয়ন এবং আমাদের ভবিষ্যৎ গঠন।”

এ বছর কেন বিশেষ

২০২৬ সালের বিশ্ব শিক্ষক দিবসের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এ বছর শিক্ষকদের মর্যাদা-সংক্রান্ত ১৯৬৬ সালের আন্তর্জাতিক সুপারিশমালার ৬০ বছর পূর্ণ হচ্ছে।

১৯৬৬ সালের ওই সুপারিশে শিক্ষকদের অধিকার ও দায়িত্বের পাশাপাশি পেশাগত প্রস্তুতি, নিয়োগ, কর্মপরিবেশ ও শিক্ষাদানের পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়।

বর্তমানে শিক্ষকতা পেশা নানা ধরনের নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তন, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, অভিবাসন ও বাস্তবচ্যুতির মতো বিষয় শিক্ষকদের কাজেও প্রভাব ফেলছে।

এ কারণে শিক্ষকদের সামাজিক, পেশাগত ও অর্থনৈতিক মর্যাদা আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে ইউনেস্কো।

১০০ শিক্ষক যেভাবে নির্বাচিত

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গুণী শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং পেশাগত স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে এবার সম্মাননার পরিধি বাড়ানো হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের এ স্বীকৃতির আওতায় আনা হয়েছে।

এবার প্রাথমিক স্তরে ১০ জন, মাধ্যমিক স্তরে ২০ জন, কলেজে ২৫ জন এবং সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ জন শিক্ষক সম্মাননা পাচ্ছেন।

এ ছাড়া মেডিক্যাল কলেজে ১০ জন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনজন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনজন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষককে সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ কোটায় সম্মাননা পাচ্ছেন আরও পাঁচজন। সব মিলিয়ে এবার জাতীয় পর্যায়ে ১০০ জন গুণী শিক্ষককে সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন পৃথক অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে। এসব কমিটি গুণী শিক্ষকদের তালিকা তৈরি করে।

পরে জাতীয় পরিচালনা কমিটি তালিকাগুলো যাচাই-বাছাই করে ১০০ জন শিক্ষককে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করে।

বাংলাদেশে দিবসটির আয়োজন

বাংলাদেশে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালনের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আরও জোরালো হয়েছে। ২০২২ সালে দেশব্যাপী শিক্ষক দিবস পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০২৩ সালে জাতীয় পর্যায়েও দিবসটি উপলক্ষে আয়োজন করা হয়।

পরে মন্ত্রিসভার বার্ষিক ক্যালেন্ডারে ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ব শিক্ষক দিবস শুধু শিক্ষকদের সম্মান জানানোর দিন নয়। এ দিন শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা, অধিকার, কর্মপরিবেশ এবং শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পেশাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

যেভাবে শুরু বিশ্ব শিক্ষক দিবস

বিশ্ব শিক্ষক দিবসের ইতিহাস ১৯৬৬ সাল থেকে। ওই বছরের ৫ অক্টোবর প্যারিসে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও ইউনেস্কোর যৌথ বিশেষ সম্মেলনে শিক্ষকদের মর্যাদা-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক সুপারিশমালা গৃহীত হয়।

এর ২৮ বছর পর, ১৯৯৪ সালে প্রথমবার বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর ৫ অক্টোবর বিশ্বজুড়ে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

প্রতিবছর আলাদা প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে শিক্ষকদের ভূমিকা, অধিকার, মর্যাদা ও পেশাগত চ্যালেঞ্জ সামনে আনা হয়।

এ বছর বিশ্ব শিক্ষক দিবসের বৈশ্বিক আয়োজন হচ্ছে ফ্রান্সের প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে। সেখানে শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা সুরক্ষা ও উন্নয়ন নিয়ে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা হবে। একই অনুষ্ঠানে শিক্ষক উন্নয়নে ইউনেস্কো-হামদান পুরস্কারও দেওয়া হবে।

বাংলাদেশেও জাতীয় পর্যায়ে সম্মাননার পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নানা কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। এবার ১০০ জন শিক্ষককে জাতীয় স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষকদের অবদানকে আরও বিস্তৃত পরিসরে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এ বিভাগের আরও খবর



যানজট নিরসনে বৃত্তাকার সড়ক নির্মাণ কাজের গতি বাড়ানোর নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যানজট নিরসনে বৃত্তাকার সড়ক নির্মাণকাজের গতি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। ঢাকা মহানগরের যানজট
নিরসনে অভ্যন্তরীণ বৃত্তাকার...



সেপ্টেম্বরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪২৩, আহত ৬৭৪

সেপ্টেম্বর মাসে দেশে ৪৪২টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪২৩ জন নিহত এবং ৬৭৪ জন আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৭৩ জন নারী ও ৬১ জন শিশু। রোড সেকিটি ফাউন্ডেশনের মাস...



বিমানবন্দরে একদিনে সাড়ে ১৩ কেজি স্বর্ণ উদ্ধার

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৃথক দুটি অভিযানে একদিনে ১৩ দশমিক ৮৪ কেজি স্বর্ণ উদ্ধার করেছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে এক যাত্রীর শ...



পবিত্র মদিনায় ছুধিদের হামলা, তীব্র নিন্দা জানাল বাংলাদেশ

সৌদি আরবের পবিত্র মদিনাশহরে তাইবাহ বিদ্যুৎকেন্দ্রে ছুধিদের জ্ঞান হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।গোববার (৪ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: <https://dhakaprobe.com/national/aj-bishb-shikshk-dibse-100-guni-shikshkke-smmanna-deben-prdhanmtri>